বার বৃদ্ধি পেয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ লক্ষণ। কিন্তু ভারত সাক্ষরতার হারে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে।

■ ৩.৩. পরিকল্পনাকালে ভারতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ (Causes of the Fast Growth of Population in India During the Plan Period)

জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে বর্তমানে চীনের পরেই ভারতের স্থান। সমগ্র বিশ্বের ভৌগোলিক আয়তনের 2·4 শতাংশ ভারতের হলেও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় 17 শতাংশ বাস করে ভারতবর্ষে। পরিকল্পনার শুরুতে 1951 সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল 36·10 কোটি। তারপর থেকেই ভারতের মোট জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। 2001 সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল 102·71 কোটি। পরিকল্পনার 50 বছরে (1951 থেকে 2001) ভারতে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় তিনগুণ। 2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যা 121·8 কোটি। 2017 সালে (ডিসেম্বর) ভারতের মোট জনসংখ্যা 134 কোটি 60 লক্ষ 68 হাজার 611। 2004-2005 সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে 2050 সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশে পরিণত হবে। জনসংখ্যা সংক্রান্ত এই তথ্য প্রমাণ করে ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিকল্পনাকালে ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণগুলি হল ঃ

(১) **দেশ বিভাগ ঃ** পরিকল্পনাকালে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল 1947 সালে ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের সময় ভারত ও পাকিস্তান ভাগ অর্থাৎ দেশ বিভাগ। দেশ বিভাগের ফলে বহু গৃহ ছাড়া মানুষ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে ভারতে চলে এসেছিল। 1971 সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ফলে পূর্বতন পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও বহু ব্যক্তি ভারতে চলে এসেছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে

Scanned with CamScanner

আগত এই সমস্ত মানুষ ভারতে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে থাকায় ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) **মৃত্যুহার হ্রাস** ঃ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ হল মৃত্যুহার হ্রাস। 1951 সালে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল 27·4। এটি হ্রাস পেয়ে 2008-09 সালে হয় 7·4। মৃত্যুহার হ্রাস প্রতিফলিত হয়েছে জনসাধারণের প্রত্যাশিত জীবনসীমা বৃদ্ধির মাধ্যমে। যেমন, 1951 থেকে 61-এর দশকে ভারতের প্রত্যাশিত জীবনসীমা ছিল স্ত্রী-পুরুষ একত্রে 41·2 বৎসর। 2010 সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে হয় 64·4 বৎসর, 2011 সালে এটি আরও বৃদ্ধি পেয়ে 65 বৎসর হয়। 2015 সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে 68·3 বৎসর হয়।

পরিকল্পনাকালে খাদ্যের ব্যবস্থা, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি, নানাধরনের জীবনদায়ী ঔষধের ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের সুযোগসুবিধা সৃষ্টি, পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার ইত্যাদির ফলে ভারতে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া জনকল্যাণমূলক সরকারি ব্যবস্থার ফলে সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, খরা, সুনামী)-এ মৃত্যুর সংখ্যাও বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ায় মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে।

(৩) **জন্মহার বৃদ্ধি** ঃ ভারতে মৃত্যুহার হ্রাসের তুলনায় জন্মহার বৃদ্ধি বেশি হওয়ার জন্যই জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে জন্মহার বৃদ্ধির পশ্চাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ যুক্ত আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল ঃ

(ক) **বিবাহ** ঃ ভারতবর্ষে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিই বিবাহ করেন। উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে অবিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। কারণ, অবিবাহিত ব্যক্তিদের ভারতীয় সমাজ করুণার দৃষ্টিতে দেখে। বিবাহ না করলে আত্মা শান্তি পায় না—এই ধরনের ভ্রান্ত কুসংস্কার ভারতবাসীকে বিবাহে প্ররোচিত করে। ডঃ জনসনের ভাষায় "Marriage was got pains"— একথা জানা সত্ত্বেও ভারতে প্রায় সকলেই বিবাহ করে, ফলে দেশের জন্মহার বেশি হয়।

(খ) **বাল্যবিবাহ** ঃ ভারতে যে সকলে বিবাহ করে তাই না, অতি অল্প বয়সে বিবাহ করে। আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ ভারতবর্ষে এখনও চালু আছে। ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বিশাল জনসাধারণ নানাধরনের সামাজিক চাপে বাল্যবিবাহে বিশ্বাসী। অতি অল্প বয়সে বিবাহ করার ফলে সন্তান প্রজননের দীর্ঘ সময় পায় বলে অধিক সন্তানের জন্ম হয়, ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায়।

(গ) **যৌথ পরিবার প্রথা** ঃ ভারতের যৌথ পরিবার প্রথাও পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। যৌথ পরিবার প্রথায় আর্থিক নিরাপত্তা থাকে বলে অনেক সময় আর্থিক স্বাবলম্বী না হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ এবং সেই সঙ্গে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে অনেকে দ্বিধা করে না, ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) **সংস্কার** ঃ ভারতীয় জনগণের অদৃষ্টবাদ এবং ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাস হেতু সন্তানের জন্মকে তারা ঈশ্বরের দান হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে সন্তান নিয়ন্ত্রণের কথা তারা চিন্তাই করতে পারে না। তাছাড়া পুত্র সন্তান না থাকলে বংশ রক্ষা হবে না। মৃত্যুকালে পারলৌকিক কাজই বা কে করবে? এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক মনোভাবও জন্মহার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

(ঙ) **অজ্ঞতা ও অশিক্ষা** ঃ উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের জন্য নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অধিক সন্তানের জন্ম দেয় এবং জন্মহার বৃদ্ধি পায়।

(চ) **দারিদ্র্য** ঃ ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্য জন্মহার বৃদ্ধির একটি কারণ। দরিদ্র ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ব্যক্তি মনে করেন অধিক সন্তান সংসারের অধিক আয়ের পথ খুলে দেবে। কারণ, ঐ সমস্ত ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা মাথায় আসেই না। তাছাড়া সন্তান প্রতিপালনের ব্যয় (শিক্ষা, ইত্যাদি) -ও খুব কম। উপরন্তু অল্পবয়স্ক শিশুরা পরিবারের জন্য নানা ধরনের কাজ করে এবং অনেক সময় অর্থ উপার্জনকারী একক হিসাবে কাজ করে এবং পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে থাকে। এই সমস্ত পরিবারের কাছে অধিক সন্তান বোঝা না হয়ে সম্পদ বা বীমাপত্র (Insurance Bond) হয়ে ওঠে। বিখ্যাত চিন্তানায়ক ডি ক্যাস্ট্রো (De Castro) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Geography of Hunger" গ্রন্থে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, 'ক্ষুধার্ত মানুষের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বেশি'। সুতরাং ভারতীয় জনগণের নিদারুণ দারিদ্র্য জন্মহার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

(ছ) **ধীর গতিতে নগরায়ণ** ঃ ভারতে ধীর গতিতে নগরায়ণ হওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা স্থানান্তরের হার খুবই কম। শহরে বসবাসের নানা ধরনের সমস্যা আছে, যেমন—বাসস্থানের

Scanned with CamScanner

সমস্যা, পরিবারের প্রতিপালনের অধিক ব্যয় ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে কিন্তু এই সমস্যাগুলি খুব বেশি তীব্র নয়। আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে সন্তান বৃদ্ধির হার কম। তাই বলা যায়, ভারতে নগরায়ণ বা শহরাঞ্চল যথাযথভাবে গড়ে না ওঠায় জন্মহার বেশি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নানা ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণের জন্য ভারতে মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার বেশি হওয়ার ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ভারতে জন্মহার ও মৃত্যুহার ব্যবধানের জন্যই জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হল জন্মহার বৃদ্ধির হার হ্রাস। এর জন্য প্রয়োজন হয় ব্যাপক হারে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতির সামনে যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে তা মোকাবিলা করতে না পারলে আগামী দিনে ভারতীয় অর্থনীতি বিশেষ সংকটের মধ্যে পড়বে। তাই প্রয়োজন হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাত্মক, বলিষ্ঠ, বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা। এই ব্যাপারে সরকারেরই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত।

Scanned with CamScanner

■ ৩.৫. ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক (Relation between Growth of Population and Economic Development)

যে-কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেমন একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নও জনসংখ্যাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক হল দ্বিপাক্ষিক। একে অপরকে প্রভাবিত করে, একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেইজন্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক দুই দিক দিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন ঃ

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব (Effect of Economic Development on Population Growth)

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব (Effect of Population Growth on Economic Development)

● **৩.৫.১. ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব (Effect of Economic Development on Population Growth with Reference to India) ঃ** অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর কি ধরনের প্রভাব পড়ে সেটি জনসংখ্যার রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

কোনো দেশ যখন **অনুন্নতির স্তরে থাকে** তখন দেশটি জনসংখ্যার রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রথম স্তরে থাকে। অনুন্নতির এই স্তরে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে অতি নিম্ন আয়স্তরের ভারসাম্য বিরাজ করে। অর্থনীতির এই অবস্থায় দেশটিতে জন্মহার যেমন বেশি থাকে তেমনি মৃত্যুহারও বেশি থাকে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সাধারণত কম থাকে। জীবনযাত্রার নিম্নমান, নিদারুণ দারিদ্র্য, অপুষ্টি, সুচিকিৎসার অভাব প্রভৃতি কারণে এই স্তরে মৃত্যুহার বেশি হয়। এছাড়া নানা ধরনের সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির ফলেও মৃত্যুহার বেশি হয়। এই স্তরে জন্মহার বেশি হয় শিক্ষার অভাব, অল্পবয়সে বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে। সুতরাং অর্থনৈতিক অনুন্নতির স্তরে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় স্থিতিশীল থাকে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর বা সূচনার স্তরে দেশটি জনসংখ্যার রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত্বের দ্বিতীয় স্তরে থাকে। এই স্তরে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায় কিন্তু জন্মহার সেই অনুপাতে হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনসাধারণের খাদ্যের ব্যবস্থা, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি, নানা ধরনের জীবনদায়ী ঔষধের ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের সুযোগসুবিধা সৃষ্টি, পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার ইত্যাদির ফলে এই স্তরে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। তাছাড়া জনকল্যাণমূলক সরকারি ব্যবস্থার ফলে সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মৃতের সংখ্যাও বিশেষভাবে হ্রাস পায়। এই স্তরে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির ফলে ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী জন্মহার বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে খাদ্য ও বাসস্থানের নিরাপত্তার জন্য। এই স্তরে আবার জন্মহার হ্রাসের জন্য সরকারি প্রচেষ্টা, যেমন—জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি অশিক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য বিশেষ কার্যকরী হয় না। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর বা সূচনার স্তরে জন্মহার বেশি ও মৃত্যুহার কম হওয়ার জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্পকালের জন্য জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছু দূর অগ্রসর হলে বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি পর্যায়ে পৌঁছালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায় এবং **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে থাকে**। তার মূল কারণ হল ঃ

(১) **আনন্দের জৈবিক উৎস গুরুত্বহীন হয় ঃ** আর্থিক উন্নয়নের ফলে জনসাধারণের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায় ফলে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের ইচ্ছা তীব্র হয় এবং আনন্দের উৎস স্ত্রী বা সন্তানসন্ততির বদলে আনন্দের নতুন উৎসের সন্ধান পায়, ফলে জন্মহার হ্রাস পায়।

(২) **পিতামাতার উচ্চাশা ঃ** আর্থিক উন্নয়নের প্রভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার ফলে প্রত্যেক পিতামাতার স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে নিজের চেয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের আরও উচ্চ সামাজিক স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। স্বাভাবিক কারণেই পিতামাতার উচ্চাশা সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখে ফলে জন্মহার হ্রাস পায়।

Scanned with CamScanner

(৩) দ্রুত নগরায়ণ ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দ্রুত নগরায়ণ হতে থাকে। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যার বিন্যাস পরিবর্তিত হয় এবং গ্রামেও শহরের জীবনযাত্রার প্রণালী ছড়িয়ে পড়ে। যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সীমিত পরিবার গড়ে উঠতে থাকে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে পরিবার ছোট হতে থাকে এবং জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে।

(৪) নারী প্রগতি ও নারী স্বাধীনতা ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে, নারী প্রগতি ও নারী স্বাধীনতার ফলে অনেক মহিলাই বাড়ির বাইরে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হতে থাকে। এই অবস্থায় ঘন ঘন সন্তানসম্ভবা হওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে।

(৫) শিক্ষা বিস্তার ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সার্বিক শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। শিক্ষার সঙ্গে জন্মহারের বিপরীত সম্পর্ক বর্তমান। তাই শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত দম্পতির সন্তান সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

(৬) উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ উপভোগের জন্য অনেকেই অবিবাহিত থাকতে চায়। আবার অনেকে বেশি বয়সে বিবাহ করে ফলে দেশে জন্মহার হ্রাস পায়।

(৭) জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, তাই তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সন্তান নিয়ন্ত্রণের জন্যে সচেষ্ট হয়, ফলে জন্মহার হ্রাস পায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি পর্যায়ে পৌঁছালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘকালীন প্রভাবে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস পায়।

ভারতে 1951 সালে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল 1·25 শতাংশ। 1961 সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হয় বাৎসরিক 1·96 শতাংশ। 1971 সালে এটি আরও বৃদ্ধি পেয়ে বাৎসরিক 2·22 শতাংশ। এই সময়ে 1951 সালে ভারতে প্রতি হাজারে জন্মহার ছিল 39·9, 1961 সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে হয় 40·9 এবং 1971 সালে এটি আরও বৃদ্ধি পেয়ে 41·1 হয়। অপরপক্ষে এই সময়ে 1951 সালে ভারতে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল 27·4, এটি 1961 সালে হ্রাস পেয়ে 22·8 হয় এবং 1971 সালে এটি আরও হ্রাস পেয়ে 18·9 শতাংশ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 1951 সাল থেকে 1971 সাল পর্যন্ত পরিকল্পনার এই 20 বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান, তার কারণ হল এই সময় জন্মহার বৃদ্ধির হার শুধু বেশিই না এই হার ক্রমবর্ধমান অপরদিকে এই সময়ে মৃত্যুহার শুধু কমই না এই হার ক্রমহ্রাসমান। সুতরাং বলা যায়, ভারতীয় অর্থনীতি এই সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর বা সূচনার স্তরে থাকার জন্য জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ এই সময়ে ভারত জনসংখ্যার রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত্বের দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান করছিল।

1981 সালে আদমশুমারি অনুসারে 1981 সালে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে বাৎসরিক 2·20 শতাংশ হয় (1971 সালে এই হার ছিল 2·22 শতাংশ)। 1991 সালে এই হার হ্রাস পেয়ে 2·14 শতাংশ এবং 2001 সালে এই হার আরও হ্রাস পেয়ে 1·93 শতাংশ হয়। 2011 সাল থেকে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধি হার হল 1·64 শতাংশ। এই সময়ে 1981 সালে ভারতে জন্মহার হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে হয় 33·9 (1971 সালে এটি ছিল প্রতি হাজারে 41·1)। 1991 সালে এই হার হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে 29·5 এবং 2000 সালে এই হার আরও হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে 25·8 হয়। পরবর্তীকালে এই হার ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে 2007 সালে 23·1 এবং 2008-09 সালে 22·8 হয়। অপরদিকে এই সময় মৃত্যু হার শুধু কমই না এই হার ক্রমহ্রাসমান। যেমন, 1981 সালে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 12·5 (1971 সালে এটি ছিল প্রতি হাজারে 18·9)। 1991 সালে এই হার হয় প্রতি হাজারে 9·8, 2000 সালে প্রতি হাজারে 8·5 হয়। 2008-09 সালে এই হার হয় 7·4 শতাংশ। সুতরাং বলা যায়, ভারতীয় অর্থনীতি এই সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি স্তরে পৌঁছানোর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পেয়েছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে শুরু করছে (1991) এবং ভারত জনবিস্ফোরণের স্তর অতিক্রম করতে চলেছে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ আশা প্রকাশ করেন। জনসংখ্যাবিদ ডঃ আশিস বোসের ভাষায় 'জনসংখ্যার জড়ত্বের' যে অবসান ঘটতে চলেছে তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘকালীন পরিণতি হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে সেটি এখনও ভারতের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। সম্পূর্ণ সুফল পেতে আমাদের হয়তো এখনও অপেক্ষা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

● **৩.৫.২. ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব (Effect of Population Growth on Economic Development with reference to India) ঃ** অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি প্রভাব বিস্তার করে সেটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করে। **অধ্যাপক লুইস** (Lewis)-এর মতে, দেশে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায় কিন্তু মজুরির হার বৃদ্ধি পায় না। তাই ঐ অতিরিক্ত শ্রমিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করে। অর্থনীতিবিদ কেইন্‌স (Keynes) ও হ্যানসেন-এর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। অধ্যাপক হ্যানসেনের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য ও সেবার বাজার প্রসারিত হয় ফলে উদ্যোক্তারা বেশি পরিমাণ বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় ফলে উৎপাদন, আয়, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশের সুযোগ দেশটি কতখানি গ্রহণ করতে পারবে তা নির্ভর করে দেশের কারিগরী জ্ঞানের স্তর, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষমতা এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় **দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে।** কিভাবে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে আলোচনা করা হল ঃ

(১) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঃ** পরিকল্পনাকালে ভারতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু জাতীয় আয় যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে মাথাপিছু আয় তার থেকে অনেক কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার কারণ হল, দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। যেমন, 1999-2000 সালের মূল্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে (1950-51 থেকে 1960-61) উপাদান ব্যয়ে নীট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার হল বার্ষিক 4·2 শতাংশ এবং মাথাপিছু নীট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার হল 2·3 শতাংশ। 2016-17 সালে (স্থির মূল্যের ভিত্তিতে) নীট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার 7·1 শতাংশ এবং মাথাপিছু নীট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার 5·7 শতাংশ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সুফল দেশের জনসাধারণ যথাযথভাবে ভোগ করতে পারছে না দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। এই প্রসঙ্গে ভারতের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য হল 'to plan when population growth is unchecked is like building a house where the ground is constantly flooded."

(২) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যের যোগান ঃ** ভারতে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই খাদ্য সমস্যার কারণ। পরিকল্পনার প্রথম দিকে 1951 সাল থেকে 1978 সাল পর্যন্ত ভারত সরকারকে প্রতি বৎসরই (1972 সাল বাদে) বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হত, ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্যশস্যে ব্যয় হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আমদানি করা সম্ভব হয়নি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সবুজ বিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়নি দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। সুতরাং ভারতে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভারতে খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

(৩) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিজ কাঁচামালের উৎপাদন হ্রাস ঃ** দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চাষযোগ্য জমির বেশির ভাগ অংশই খাদ্যশস্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফলে শিল্পের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদনের চাষযোগ্য জমি হ্রাস পাচ্ছে এবং কৃষিজ কাঁচামালের উৎপাদন ও যোগান হ্রাস পাচ্ছে এবং কৃষিজ কাঁচামালের উপকরণ নির্ভরশীল শিল্পের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

(৪) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুৎপাদক ভোগীদের অনুপাত ঃ** ভারতের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ অল্প বয়স্ক। এরা শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করে না কিন্তু দেশে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। সুতরাং দেশের আয়ের যে অংশ সঞ্চিত হয়ে মূলধন গঠনের কাজে ব্যবহার হতে পারতো সেটি সরাসরি অনুৎপাদক ব্যক্তিদের ভোগের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগের হারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

(৫) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা ঃ** দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতে কর্মসংস্থানের অবস্থাকে ভয়াবহ ও মারাত্মক করে তুলছে। যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সেই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না—শিল্পে মন্দা, কলকারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে কর্মচ্যুতি, সরকারি ও বেসরকারি শিল্প ও সেবাক্ষেত্রে সম্প্রতি প্রবর্তিত স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদি কারণে। তাছাড়া ভারতে জনসংখ্যার বেশির ভাগ অংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। তাই বিশাল জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। তাই বর্ধিত জনসংখ্যার তীব্র চাপ কৃষিক্ষেত্রের উপরই পড়ছে। ফলে কৃষিতে একদিকে যেমন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম দেখা দিয়েছে অপর দিকে তেমনি কৃষকদের মধ্যে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে 2018 সালে ভারতের মোট শ্রমশক্তির 3·5 শতাংশ হল বেকার। ভারতের এই ভয়াবহ বেকার সমস্যা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে।

(৬) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি খাতে অতিরিক্ত ব্যয় ঃ** ভারতে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান খাতে অতিরিক্ত সম্পদ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় অবশ্যই বিনিয়োগ ব্যয় কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে দুষ্প্রাপ্য মূলধনকে ব্যয় করতে হচ্ছে। তাছাড়া বাসস্থান নির্মাণে শুধু যে মূলধন প্রয়োজন হচ্ছে তাই নয় দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসস্থান নির্মাণে বেশি জমি ব্যবহার হওয়ার ফলে চাষের জমির আয়তন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দুষ্প্রাপ্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান ও সেবা সৃষ্টি করতে ব্যয় হচ্ছে, ফলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে।

(৭) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ঃ** জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের যোগানের তুলনায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকে ভারতে মূল্যস্তর বৃদ্ধির সমস্যা বা মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা দেখা দিয়েছে। মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় নানা ধরনের পরিবর্তন করতে হয়েছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া রপ্তানিজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানির পরিমাণ আশানুরূপ হয়নি। এই সমস্ত দিক দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে।

(৮) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনজঙ্গল কেটে বসতি বৃদ্ধির ফলে মৃত্তিকার আবরণ শিথিল হয়ে পড়ায় বন্যার আশঙ্কা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। শুধু বন্যাই নয় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় খরার প্রকট বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে পুনর্বাসন খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে কিন্তু মোটেই কাম্য নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ভারতের যেটুকু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে সেটুকু অতিরিক্ত জনসাধারণের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের সাধারণ জনসাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা বর্তমানে যা আছে এবং যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সংখ্যা অতি অল্প সময়ে হ্রাস করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন হল উপযুক্ত কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, দ্রুত হারে মূলধন গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করা। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাধা সৃষ্টি না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে আরও তরান্বিত করবে এবং দীর্ঘকালীন প্রভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও হ্রাস পাবে। তবে স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এই সমস্ত ব্যবস্থার সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

কন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলির যে সূচনা ভারতে হয়েছে

৩.৭. ভারতে জনসমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য প্রতিবিধান (Remedial Measures for Tackling the Population Problems in India)

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে জনাধিক্যের সমস্যায় জর্জরিত হবে তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ একান্তই প্রয়োজন। তাই বলা যায়, বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি ভারত রোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে এই জনসংখ্যাই শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের ধ্বংস করবে। ভারতে 2000 সালের জাতীয় জনসংখ্যা নীতির

Scanned with CamScanner

দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্য হল 2045 সালের মধ্যে জনসংখ্যার স্থিতাবস্থা অর্জন। জনসংখ্যার স্থিতাবস্থা অর্জনের সময়সীমা যদিও খুব বেশি কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় ভারতের জনসংখ্যার স্থিতাবস্থা অর্জন করার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য প্রতিবিধানের জন্য মূলত তিন ধরনের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। প্রতিবিধানগুলি হল : (ক) অর্থনৈতিক প্রতিবিধান, (খ) সামাজিক প্রতিবিধান এবং (গ) জনসংখ্যা নীতি সংক্রান্ত প্রতিবিধান।

(ক) **অর্থনৈতিক প্রতিবিধান :** অর্থনৈতিক প্রতিবিধান হল জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রতিবিধানগুলি কার্যকর করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিবিধানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল :

(১) **দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** ভারতে জনসংখ্যা সমস্যার মৌলিক সমাধান সম্ভব দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে। ইউরোপ ও আমেরিকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। ঐ সমস্ত দেশ কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। তাছাড়া এই সমস্ত দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য জন্মহারও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হল দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

(২) **জীবিকা কাঠামোয় পুনর্বণ্টন :** অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের আয়তন কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের আয়তন অপেক্ষা ছোট হয়ে থাকে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি হিসাবে শিল্প উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমিককে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সুতরাং জীবিকা কাঠামোর পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস করে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ; কারণ শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিরা শহরাঞ্চলে বাস করার ফলে অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাত্রার স্তর বজায় রাখার জন্য সন্তানের সংখ্যা হ্রাস করে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রের উন্নতির ফলে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পেলেও জীবিকা কাঠামোয় বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এর কারণ হল ভারতীয় শ্রমিকদের সচলতার অভাবে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থানান্তর হতে ভয় পায় শহরের জীবনযাত্রার ব্যয় অধিক হওয়ার জন্য। তাই প্রয়োজন হল শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করে শহরের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা।

(৩) **জাতীয় আয়ের সমবণ্টন :** অধ্যাপক সেলিগম্যানের মতে জনসমস্যা শুধুমাত্র উৎপাদন বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গেই জড়িত নয় এর সঙ্গে উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের বণ্টনের বিষয়টিও জড়িত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয়ের সমবণ্টন প্রয়োজন। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও কৃষকের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয় তখনই যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক বর্ধিত জাতীয় আয়ের বেশির ভাগ অংশ ভোগ করতে পারে। তাই জাতীয় আয়ের সমবণ্টনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তাঁদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার স্তর উন্নত করা প্রয়োজন। আবার জীবনযাত্রার স্তর উন্নত হলে জন্মহার হ্রাসের প্রবণতা দেখা দেবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা হ্রাস পাবে।

(খ) **সামাজিক প্রতিবিধান :** ভারতে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য সামাজিক কারণও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক ধ্যানধারণা যেমন পুত্রসন্তান অর্জনের মানসিকতা, ইত্যাদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ। তাই জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক সমস্যাগুলিরও প্রতিবিধান প্রয়োজন। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবিধানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) **জনশিক্ষার বিস্তার :** ভারতের জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য জনশিক্ষার দ্রুত প্রসার প্রয়োজন। শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমেই জনসাধারণের মন থেকে অন্ধ কুসংস্কার দূর করা সম্ভব। জনশিক্ষার বিস্তার ঘটলেই জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারবে ছোট পরিবারই হল সুখী পরিবার। বেশি সন্তান যে দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে তা বোঝাবার জন্য দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীগোষ্ঠী পাঠিয়ে জনশিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অবিবাহিত থাকা যে সমাজের দিক দিয়ে নিন্দার বিষয়

Scanned with CamScanner

বয়স, বেশি বয়সে বিবাহ যে সমর্থনযোগ্য সে বিষয়ে জনচেতনা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জন-শিক্ষার প্রসার যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক মিত্রের বক্তব্য থেকে জানা যায়। তিনি বলেন, পরিবার পরিকল্পনার প্রচার ও গর্ভনিরোধক দ্রব্যাদির যোগান বজায় রাখার জন্য 10 টাকা খরচ করে যে ফল পাওয়া যাবে তা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাখাতে এক টাকা ব্যয়ের সমান।

(২) **স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার :** ভারতের জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার। কারণ, শিক্ষিত ও স্বাধীন স্ত্রীলোক কোনো সময়েই অধিক সন্তান পছন্দ করেন না। তাই প্রয়োজন হল মহিলাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি। এই জন্যই বলা হয়, নারী জাতির উন্নয়নই হল শ্রেষ্ঠ গর্ভনিরোধক। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত ও স্বাধীন স্ত্রীলোকের বিবাহ কিছুটা বিলম্বিত হয়, ফলে শারীরবৃত্তীয় কারণেই বেশি সন্তানের জননী হওয়ার ইচ্ছা হ্রাস পায়। তবে গর্ভধারণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্তানসম্ভবা মহিলাদেরই সিদ্ধান্তকে মূল্য দিলে জন্মহার কিছুটা হ্রাস পেতে বাধ্য।

(৩) **বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি ও তার যথাযথ প্রয়োগ :** ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইন করে ছেলেদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স 21 বৎসর এবং মেয়েদের 18 বৎসর নির্দিষ্ট করা হলেও সেই আইন যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। তাই প্রয়োজন হল এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ। তাছাড়া আইনগত ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতাও এর জন্য দায়ী। তাই প্রয়োজন হল বিবাহের ন্যূনতম বয়সের আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে প্রচারিত করা এবং এই আইন লঙ্ঘিত হলে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা। ভারতের ভয়াবহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি করা উচিত। বিবাহ বিলম্বিত হলে (25 বৎসর বা তার বেশি) শারীরবৃত্তীয় কারণে গর্ভধারণের সংখ্যা কমে আসে। ফলে জন্মহার হ্রাস পায়। তাছাড়া ভারতের গ্রামাঞ্চলে এখনও যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে সেটি বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

(৪) **জনসংখ্যা নীতি সংক্রান্ত প্রতিবিধান :** ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অস্বাভাবিক গতি রোধ করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবিধান ছাড়াও যথাযথ জনসংখ্যা নীতি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। জনসংখ্যা নীতি সংক্রান্ত প্রতিবিধানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল :

(১) **পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার :** ভারতের জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পরিবার পরিকল্পনা। তাই পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির সুফল সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাতে হবে। এইজন্য সরকারি গণসংগঠনগুলিকে যেমন দূরদর্শন, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদিকে কাজে লাগানো উচিত। উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করার কাজে হাত দিতে পারলে জনসাধারণের কাছ থেকে উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

(২) **উৎসাহ ও নিরুৎসাহ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের জন্য উৎসাহ দিতে কম সন্তানের পিতামাতাকে সমধরনের সরকারি সুযোগসুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। আর অধিক সন্তানের পিতামাতাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য তারা যে নিন্দার পাত্রপাত্রী এই ধারণা জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে।

(৩) **পরিবার কেন্দ্র স্থাপন :** পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানের জন্য গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পরিবার কেন্দ্র স্থাপন করে ঐ কেন্দ্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে আরোগ্যশালার (clinical) সুযোগসুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় এই সমস্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক দ্রব্যগুলির বণ্টনের ব্যবস্থা করা হলে জন্মহার হ্রাস পেতে পারে।

(৪) **জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণা :** উন্নত দেশের ব্যয়বহুল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরিবর্তে ভারতীয় মানুষের উপযুক্ত কম ব্যয়ের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ প্রয়োজন।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতের মতো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যেহেতু কঠিন ব্যাপার সেইজন্যই ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আর্থিক, সামাজিক ও জনসংখ্যা নীতি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যেতে পারে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে "All Roads lead to Rome"—ঠিক একইভাবে ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি হবে সমস্ত প্রচেষ্টা, সমস্ত উদ্যম একটি মূল লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্র করে ধাবিত হওয়া। সেই মূল লক্ষ্যটি হল উন্নত দেশগুলির ন্যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যে (Zero population growth) নিয়ে আসা।

Scanned with CamScanner

■ ৩.৮. ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য (Growth of Population and Poverty in India)

ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে **জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের কারণ ও পরিণাম**। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে দারিদ্র্যের কারণ ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেন দারিদ্র্যের কারণ তা ব্যাখ্যা করা হল ঃ

(১) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা ঃ** দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের কর্মসংস্থানের অবস্থাকে ভয়াবহ করে তুলছে। যেমন 2018 সালে ভারতের মোট শ্রমশক্তির 3·5 শতাংশ হল বেকার। কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধা সেই হারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না, ফলে বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দারিদ্র্যও তীব্রতর হচ্ছে। তাছাড়া ভারতে বর্ধিত জনসংখ্যার বেশির ভাগ অংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। এই বিশাল জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। তাই বর্ধিত জনসংখ্যার তীব্র চাপ কৃষিক্ষেত্রের উপরই বেশি পড়ছে। ফলে কৃষকদের মধ্যে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের তীব্রতাও হচ্ছে ব্যাপক ও গভীর।

(২) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ হ্রাস ঃ** দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে অতিরিক্ত সম্পদ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চাষযোগ্য জমির বেশির ভাগ অংশ ব্যবহার করতে হচ্ছে, ফলে শিল্পের জন্য কৃষিজ কাঁচামালের উৎপাদন ও যোগান হ্রাস পাচ্ছে। আবার জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধির ফলে বাসস্থান নির্মাণে বেশি জমি ব্যবহার হওয়ায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে দুষ্প্রাপ্য মূলধনকে বেশি পরিমাণে ব্যয় করতে হচ্ছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দুষ্প্রাপ্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান ও সেবা সৃষ্টিতে ব্যয় হওয়ার ফলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং দ্রারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৩) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুৎপাদক ভোক্তা ঃ** ভারতের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ অনুৎপাদক। এরা শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করে না কিন্তু দেশে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। সুতরাং দেশের আয়ের যে অংশ সঞ্চয় হয়ে মূলধন গঠনের কাজে ব্যবহার হতে পারতো সেটি সরাসরি অনুৎপাদক ব্যক্তিদের ভোগের জন্য ব্যয় হওয়ার স্বাভাবিক কারণে উপার্জনশীল ব্যক্তির সঞ্চয় যেমন হ্রাস পাচ্ছে তেমনি দেশের সঞ্চয়ও হ্রাস পাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব ঘটছে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ফলে দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৪) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ঃ** জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ভোগ্যদ্রব্যের যোগানের তুলনায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকে ভারতে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা দেখা দিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে ধনী আরও ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্র ব্যক্তি আরও দরিদ্র হচ্ছে। সুতরাং দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে দেশে দারিদ্র্যের তীব্রতা বৃদ্ধি করছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের কারণ। অপরদিকে বলা যায়, **ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল দারিদ্র্যের পরিণাম**। দারিদ্র্য জর্জরিত সাধারণ মানুষ সাধারণ শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষার অভাবে মানুষ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে বিবাহ না করলে আত্মা শান্তি পায় না ভেবে প্রায় সকলেই বিবাহ করে। ভারতে যে সকলে বিবাহ করে তাই না সে অতি অল্প বয়সে বিবাহ করে, ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া শিক্ষার অভাবে মানুষ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে যে সমস্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলির গুরুত্ব বুঝতে চায় না এবং বুঝলেও গ্রহণ করতে চায় না। এইজন্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল পরোক্ষভাবে দারিদ্র্যের পরিণাম। আবার দরিদ্র ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ব্যক্তি মনে করেন অধিক সন্তান সংসারের অধিক আয়ের পথ খুলে দেবে। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিদের অধিক সন্তান হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের অবসান হয় না উপরন্তু দারিদ্র্য প্রকট হয়। এই দিক দিয়েও বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল দারিদ্র্যের পরিণাম। এইজন্যই ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের কারণ ও পরিণাম।

Scanned with CamScanner